সংবাদ

তারিখ 23 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালিপনা

আড়াই বছরেও ১৬শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বঞ্চিত শিক্ষক কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়নি

রাকিব উদ্দিন

আড়াই বছরেও প্রায় ১৬শ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বঞ্চিত দুই হাজার ৫৪২ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরমধ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী এক হাজার ৪৪১ জন এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠানের এক হাজার ১০১ জন। তাদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সবুজ সংকেত আছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদক্ষ কর্মকর্তারা কয়েক ডজন সভা করেও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা নানা টালবাহানা করে এই প্রক্রিয়াকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। এতে ক্ষোভে ফুঁসছেন বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীরা। তারা এবারও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঈদ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। জানা যায়, ২০১০ সালে সারাদেশের ১ হাজার ৬২২টি শিক্ষা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক :

প্রতিষ্ঠানের : শিক্ষক কর্মচারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে সরকার। ওই বছরের এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি ছাড়া) ৬ হাজার ৬৬৬ জন শিক্ষক ও ২ হাজার ৫৫২ জন কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, আগে নিয়োগ ও পরে সনদ অর্জন এবং এমপিও নীতিমালা পরিবর্তনের ফলে প্রায় ১ হাজার স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের শারীরিক শিক্ষক, ক্রাফ, কমপিউটার শিক্ষকসহ কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের ১ হাজার ৪৪১ জন প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষক এমপিও বঞ্চিত হয়। আর কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও এক হাজার ১০১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও বঞ্চিত হয়। এরপর থেকেই বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির জন্য বিভিন্ন আন্দোলন-কর্মসূচি পালন করে আসছে। এমনকি তারা এমপিওভুক্তির দাবিতে গত বছর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঈদ উদ্‌যাপনও করেছেন। এরপরও টনক নড়ছে না শিক্ষা প্রশাসনের। বারবার আশ্বাস দিয়েও তাদের হতাশ করেছে মন্ত্রণালয় ও মাউশির কর্মকর্তারা। ফলে এবারও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঈদ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এ বিষয়ে এমপিওবঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক মনজিল-এ-মিল্লাত গতকাল কোড প্রকাশ করে সংবাদ'কে বলেন, '১০/১২ বছর ধরে শিক্ষকতা করেও আমরা কোন বেতন-ভাতা পাচ্ছি না। এমপিওভুক্ত করার বিষয়ে শিক্ষা প্রশাসন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আড়াই বছরে অনেকবার এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিয়েও তা করেনি'। তিনি জানান, 'বঞ্চিতদের এমপিওভুক্ত করার জন্য একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হলেও ওই কমিটি বিগত সময়ে কোন কাজই করেনি। কেবল এমপিওভুক্তির নামে সভা ডেকে চা-নাস্তা খেয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অর্থ অপচয় করেছে'। তিনি মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদকে উদ্দেশ করে বলেন, 'বেতন-ভাতা না পেয়ে শিক্ষকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। শহীদ মিনারে ঈদ পালনে বাধা হচ্ছেন। আর মহাপরিচালক কোটি টাকা খরচ করে শিক্ষা ভবনের সামনে মসজিদ, সুদর্শন ফটক ও শহীদ মিনার নির্মাণ করে শিক্ষকদের দেখাচ্ছেন'। জানা গেছে, গত বছরের প্রথম দিকেই বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও অডিট) মো. রফিকুজ্জামানকে আহ্বায়ক এবং উপসচিব শহিদুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটিও গঠন করেন। ওই কমিটি ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত প্রদানের মাউশি'কে নির্দেশ দেয়। বিভিন্ন বিষয় যাচাই বাছাই করে কিছুদিন পরই এক হাজার ৪৪১ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিও সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করে মাউশির কর্মকর্তারা। এরপর এই প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার জন্য খুঁটিনাটি তথ্য চেয়ে কিছুদিন পরপর মাউশি'কে চিঠি দেয় ওই কমিটি। মাউশির কর্মকর্তারাও যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করে। এভাবে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ৭/৮ বার তথ্য চেয়ে সময়ক্ষেপণ করেছে মন্ত্রণালয়ের ওই কমিটি। তারা আর্থিক স্বল্পতার অজুহাতও দেখাচ্ছেন। অথচ এ বিষয়ে মাউশির কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন অর্থবছর শুরু আগে গত অর্থ বছরে এমপিও খাতের অব্যবহৃত প্রায় ২৭ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফেরত গেছে। এই অর্থ নিয়েও বঞ্চিতদের সমস্যা নিরসন করা সম্ভব ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (আইন ও অডিট) মো. রফিকুজ্জামানের সঙ্গে সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি তা ধরেননি। এমনকি তার দফতরে গিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি তা ধরেননি। এমনকি তার অপরাগতা প্রকাশ করেন। বঞ্চিত শিক্ষকরা বলেন, 'আমরা বিদ্যালয়ের প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষক। এমপিওভুক্তির আশায় বিদ্যালয়ে ১০/১২ বছর যাবৎ স্বল্প বা বিনা বেতনে শিক্ষকতা করার পর জানতে পারলাম আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা আছে। অথচ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ নিয়মকানুন মেনেই আমাদের নিয়োগ দিয়েছে'।